



স্মারক নম্বরঃ ইমেসাকি/২৫৬/২০১৪

তারিখঃ ১৯ জুলাই ২০১৪

বিষয়: "বাংলাদেশের সমুদ্র প্রদেশ" শীর্ষক মানচিত্র (সংযুক্ত) বিতরণ প্রসঙ্গে

মহোদয়,

সাম্প্রতিক কালে প্রতিবেশী রাষ্ট্র ভারত ও মিয়ানমারের সাথে বাংলাদেশের দ্বিপাক্ষিক সমুদ্রসীমান্ত বিরোধ নিষ্পত্তির ফলে বাংলাদেশের সমুদ্র অঞ্চলের মানচিত্র দীর্ঘ ৪৩ বছর পর পরিপূর্ণতা লাভ করেছে। জাতীয় এই অর্জনকে উদ্‌যাপনকল্পে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ বাংলাদেশের সমুদ্র প্রদেশ শীর্ষক দেশের সমুদ্র সীমার একটি সমন্বিত স্মারক মানচিত্র প্রণয়ন করেছে।

মানচিত্রটি আপনার সদয় অবগতির জন্য প্রেরিত হলো।

ধন্যবাদান্তে,

ড. মো: শাহাদাত হোসেন
পরিচালক

ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ৪৩৩১

বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা

নং সংস্থা/ব-৬/রে-

৬৬২(২৬)

তারিখঃ

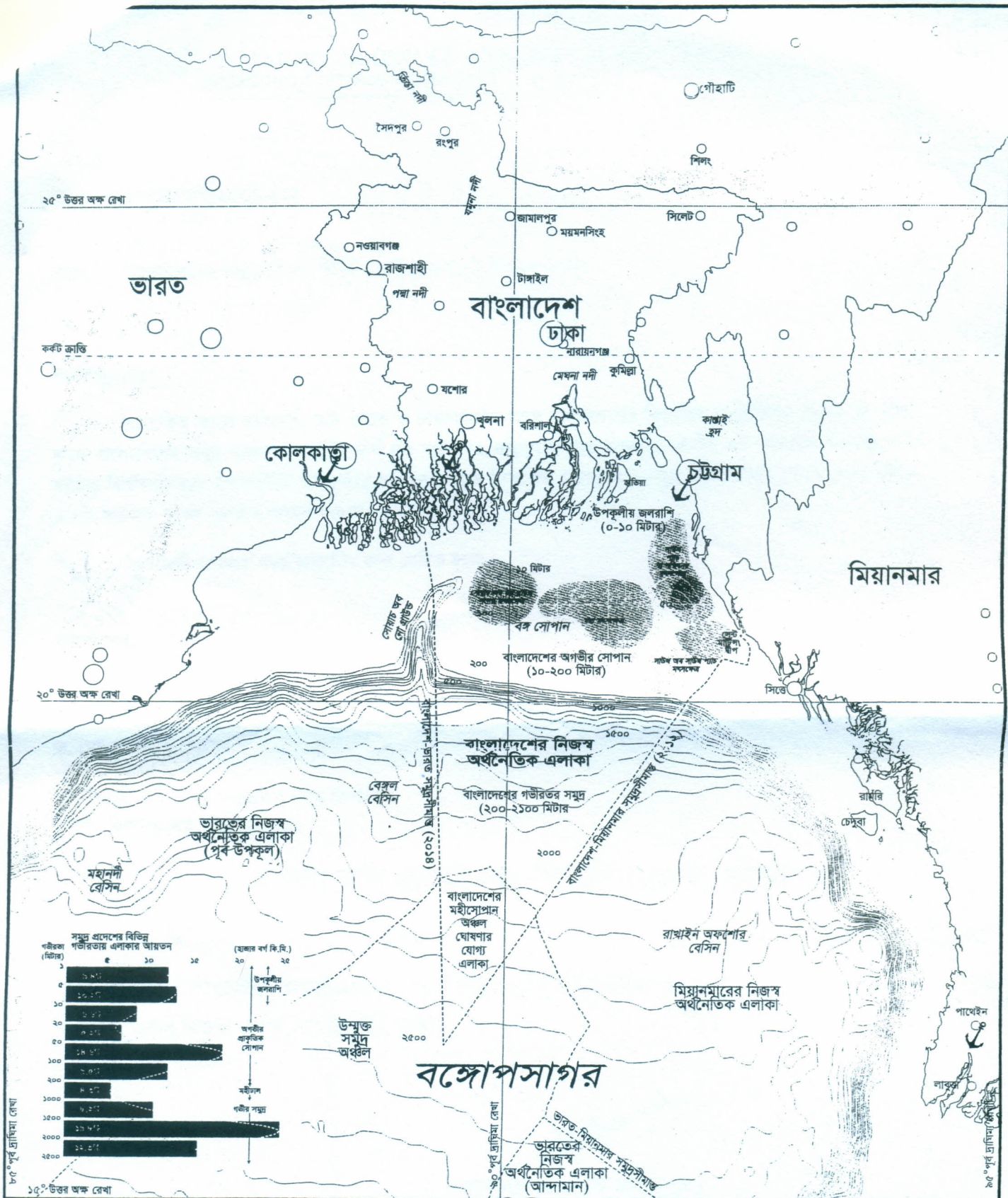
২১/০৬/১৪

অবগতি ও প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণের অনুরোধসহ অনুলিপি (সংলগ্নীসহ):-

- ১। সকল বিভাগ প্রধান, বাঃ প্রঃ বিঃ, ঢাকা।
- ২। গার্ড ফাইল।

(প্রফেসর ডঃ এ কে এম মাসুদ)
রেজিস্ট্রার (অঃ দাঃ)

all teachers



বাংলাদেশের সমুদ্র প্রদেশ*

ব্যবহৃত চিহ্নসমূহ

স্থান ও জনপদ নির্দেশক

- প্রধান
- বৃহৎ
- মাঝারি
- ছোট
- স্থলভাগ
- জলভাগ
- সমুদ্র বন্দর
- নদ-নালা
- ইন্দ্র
- চিহ্নিত আৱরণ
- মৎস্য আহরণ ক্ষেত্র

১০০ নটিক্যাল মাইল
১৮৫.২ কিলোমিটার



ইনস্টিটিউট অব মেরিন সায়েন্সেস অ্যান্ড ফিশারিজ

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়, চট্টগ্রাম ৪৩৩১, বাংলাদেশ
 তথ্য সংকলন, জিআইএস ও কার্টোগ্রাফী: প্রফেসর সাইদুর রহমান চৌধুরী
 তথ্য ও উপাত্ত সূত্র: নোয়া, গেবকো, আনরুস, ইটলস ২০১২, পিসিএ ২০১৪, ন্যাচারাল অর্থ, বব-এলএমই, বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধসমূহ ও অন্যান্য

এক নজরে

আভ্যন্তরীণ জলরাশি ও নদী মোহনাসহ অগভীর উপকূলীয় জলরাশি	০-১০	২৪,০৭৭	১৯.৯%	প্রান্তিক ও মৃত্ত মৎস্য আহরণ, স্থানীয়/দেশীয় নৌ-পরিবহন, সমুদ্র বন্দর, পর্যটন, মেরিকালচার, স্থলভূমি উদ্ধার, সমুদ্রবিদ্যুৎ
অগভীর সোপান অঞ্চল	১০-২০০	৪২,০০৭	৩৪.৭%	মেরিকালচার, ক্ষুদ্র/বাণিজ্যিক মৎস্য আহরণ, জ্বালানী তেল ও গ্যাস আহরণ
গভীরতর সমুদ্র অঞ্চল	২০০-২৫০০	৪৪,৩৮৩	৩৬.৬%	জ্বালানী তেল, গ্যাস ও অন্যান্য খনিজ আহরণ, গভীর সমুদ্রের মৎস্য আহরণ
মহীসোপানের জন্য অবশিষ্ট এলাকা	২১০০-২৫০০	১০,৬৪৪	৮.৮%	-ই-
পূর্ণাঙ্গ সমুদ্র প্রদেশ		২২১,১১০	১০০%	

বাংলাদেশের সমুদ্র প্রদেশ (মানচিত্র)-টি ক্রিয়েটিভ কমন্স অ্যাট্রিবিউশন-ননকমার্শিয়াল ৪.০ ইন্টারন্যাশনাল লাইসেন্সের আওতায় লাইসেন্সকৃত। শুধুমাত্র আবাসিক/ব্যক্তিগত উদ্দেশ্যে সূত্র উল্লেখপূর্বক পূর্ণ বা আংশিক পুনর্মুদ্রণ ও ইলেকট্রনিক মুদ্রণ অনুমোদিত। সূত্র উল্লেখের নমুনা: সাইদুর রহমান চৌধুরী (২০১৪), বাংলাদেশের সমুদ্র প্রদেশ (মানচিত্র), চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়।

* (১) প্রশাসনিক অঞ্চল বোঝাতে ব্যবহৃত প্রদেশ নয়; (২) শুধুমাত্র সাধারণ রেফারেন্স/ইলাস্ট্রেশন উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উপযোগী